গোরা কহিল—বিনয়, তোমার বাপ মা সার্থক তোমার নাম রেখেছিলেন।

বিনয় কহিল—আমার কাছে বোধ হয় তাঁরা আর কোনো গুণ প্রত্যাশা করেননি বলেই বিনয় গুণটির জন্যে দোহাই পেড়ে গিয়েছেন নইলে সংসারে হাস্যাস্পদ হতে হত।

এমনি করিয়া প্রথম আলাপের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় সুচরিতা বিনয়কে বলিল,—আপনি একবার আমাদের ওদিকে যাবেন না!

সুচরিতা বিনয়কে যাইতে বলিল, গোরাকে বলিতে পারিল না। গোরা তাহার ঠিক অর্থটা বুঝিল না—তাহার মনের মধ্যে একটা আঘাত বাজিল। বিনয় যে সহজেই সকলের মাঝখানে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারে, আর, গোরা তাহা পারে না, এজন্য গোরা ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন কিছুমাত্র খেদ অনুভব করে নাই—আজ নিজের প্রকৃতির এই অভাবকে অভাব বলিয়া বুঝিল।

স্বরলিপি।

মিশ্র—খেমটা।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বর—ঐ।

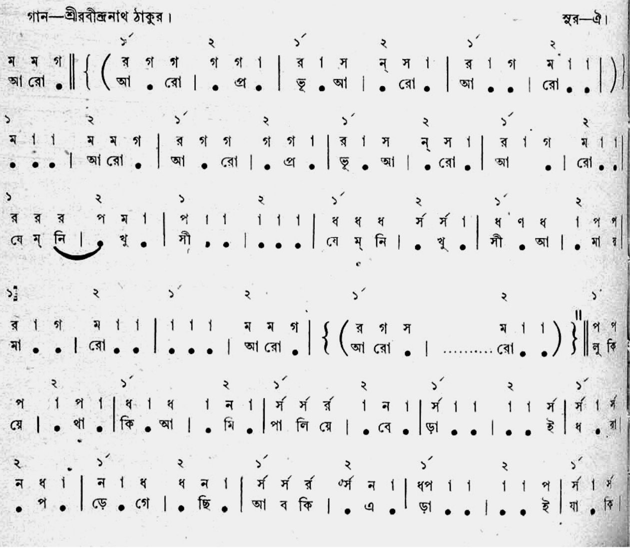

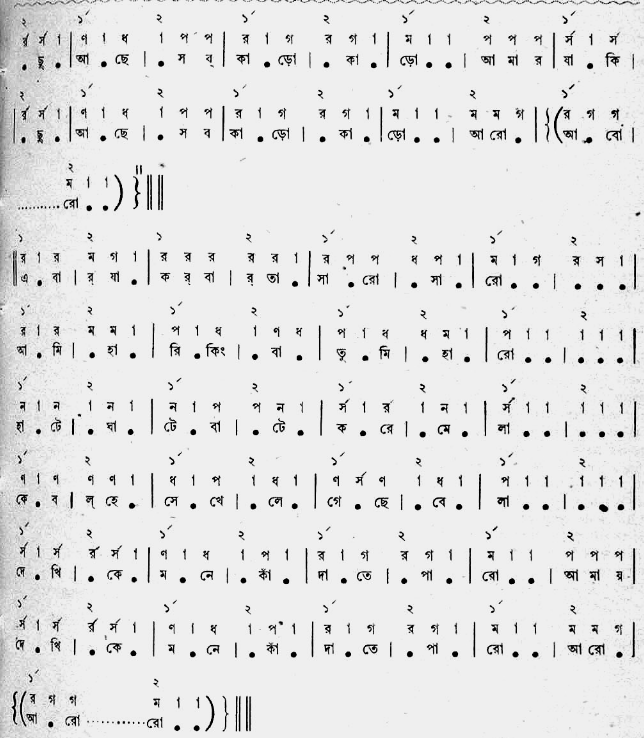

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরো আরো প্রভু আরো
যেমনি খুসি আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই!
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥

এবার যা করবার তা সারো সারো !
আমিই হারি কিম্বা তুমিই হারো !
হাটে ঘাটে বাটে করে মেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো !।

সংকলন ও সমালোচন।

অঙ্কের জাদু।

এক একটি অঙ্কে এক একটি গুণ অনেক দিন হইতেই আরোপিত আছে। 'এক'ত চিরদিনই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বিধাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। 'দুই' বলিলেই কেমন একটা দ্বন্দ্বের ভাব মনে আসে ;—ভালো ও মন্দ ; আলো ও অন্ধকার ; সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি। 'তিন' বলিলে ঈশ্বরের ত্রিত্ব মনে পড়ে ;—মিসরদেশে —ওসিরিস্, আইসিস্ ও হোরাস্ ; ভারতে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; ক্রিশ্চিয়ান্‌দিগের মধ্যে—পিতা, পুত্র এবং 'পবিত্র-আত্মা'। 'সাত' সকল দেশেই কিছু না কিছু সম্মান লাভ করিয়াছে। সাতটি আলোতে রামধনু, সাত দিনে সপ্তাহ। 'দশ'কে ইংরাজেরা number of perfection বলেন, কারণ ইহাতে 'সাত' ও 'তিন' দুইটিই আছে। ক্রিশ্চিয়ান্‌দিগের নিকট ১৩র কিছুমাত্র সম্মান নাই। তাঁহারা ইহাকে দুরদৃষ্টের চিহ্নস্বরূপ মনে করেন। বোধহয় যিশুখৃষ্টের শেষ ভোজনে (last supper) তের জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এইজন্য।

আমাদের দেশে অঙ্কশাস্ত্র ভিন্ন অন্য স্থানেও অঙ্কের ব্যবহার আছে। এক কড়ি, দোকড়ি প্রভৃতি ছেলেদের নাম রাখা হইয়া থাকে—কেবল ৪ ও ৮ কে বাদ দেওয়া হয়। "তিন বামুনে যাত্রা নাই," "তিন সত্য করিতে নাই" ইত্যাদি তো আছেই ; আরো অনেক আছে।

ওপ্‌ন্ কোর্ট (Open Court) পত্রিকায় এই সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। অল্পদিন হইল বাংলার আসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ৩ এর অনেকগুলি অদ্ভুত গুণ বিবৃত হইয়াছে।

কোনো সংখ্যাকে ৩ কিম্বা তাহার কোনো গুণিতক, যথা—ছয়, নয়, বারো ইত্যাদির দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের অঙ্কগুলি যোগ করিলে সকল সময়েই ৩ কিম্বা তাহার কোনো গুণিতক বর্ত্তমান থাকে।

$$৪ \times ৩ = ১২;\ ১ + ২ = ৩$$
$$৫ \times ৩ = ১৫;\ ১ + ৫ = ৬$$
$$১৭ \times ৯ = ১৫৩;\ ১ + ৫ + ৩ = ৯$$
$$২২ \times ১২ = ২৬৪;\ ২ + ৬ + ৪ = ১২$$
$$১৫৬ \times ২৪ = ৩৭৪৪;\ ৩ + ৭ + ৪ + ৪ = ১৮$$

৯কে যাহা দ্বারাই গুণ করা হউক না গুণফলের অঙ্কগুলি যোগ করিলে শেষ পর্য্যন্ত ৯ পাওয়া যাইবেই।

$$৯ \times ২ = ১৮;\ ১ + ৮ = ৯$$
$$৯ \times ৩ = ২৭;\ ২ + ৭ = ৯$$
$$৯ \times ৯ = ৮১;\ ৮ + ১ = ৯$$
$$১১ \times ৯ = ৯৯;\ ৯ + ৯ = ১৮;\ ১ + ৮ = ৯$$
$$৩৩৯ \times ৯ = ৩,০৫১;\ ৩ + ০ + ৫ + ১ = ৯$$

একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ৯ এর আরো একটি গুণ বাহির করিয়াছেন।

একাধিক অঙ্কবিশিষ্ট কোনো একটি সংখ্যা হইতে তাহার অঙ্কগুলি উল্টাইলে যে সংখ্যা হইবে তাহা বাদ দিয়া যে বিয়োগফল পাওয়া যাইবে তাহার অঙ্কগুলি যোগ করিলে সকল সময়েই ৯ পাওয়া যায়।

$$\begin{array}{r} ৩,৯৬১ \\ ১,৬৯৩ \\ \hline ২,২৬৮ \end{array}$$
$$২ + ২ + ৬ + ৮ = ১৮;\ ১ + ৮ = ৯$$

৯ এর আরো একটি গুণ—

একাধিক অঙ্কবিশিষ্ট কোনো একটি সংখ্যা হইতে তাহার অঙ্কগুলির যোগফল বাদ দিলে বিয়োগ ফলের অঙ্কগুলির যোগফলে সকল সময়েই ৯ পাওয়া যায়।

$$\begin{array}{r} ৫৮,৯৭,৬২৮ \\ ৪৫ \\ \hline ৫৮,৯৭,৫৮৩ \end{array}$$
$$৫ + ৮ + ৯ + ৭ + ৫ + ৮ + ৩ = ৪৫;\ ৪ + ৫ = ৯$$

৯ এর গুণের অন্ত নাই—

$$০ \times ৯ + ১ = ১$$
$$১ \times ৯ + ২ = ১১$$
$$১২ \times ৯ + ৩ = ১১১$$
$$১২৩ \times ৯ + ৪ = ১১১১$$
$$১২৩৪ \times ৯ + ৫ = ১১১১১$$
$$১২৩৪৫ \times ৯ + ৬ = ১১১১১১$$
$$১২৩৪৫৬ \times ৯ + ৭ = ১১১১১১১$$
$$১২৩৪৫৬৭ \times ৯ + ৮ = ১১১১১১১১$$
$$১২৩৪৫৬৭৮ \times ৯ + ৯ = ১১১১১১১১১$$
$$১২৩৪৫৬৭৮৯ \times ৯ + ১০ = ১১১১১১১১১১$$

বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা নানা প্রকারে আমোদ উপভোগ করিতে পারি। দুই একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল। ভগবানের কৃপায় যাঁদের ভাইবোন সকলেই জীবিত, তাঁরা নীচের দৃষ্টান্তটি পড়িবেন না।

তোমার জীবিত ভ্রাতাদের সংখ্যাকে দুই দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে ৩ যোগ কর এবং যোগফলকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে তোমার জীবিতা ভগ্নীগণের সংখ্যা যোগ দাও ও যোগফলকে দশ দিয়া গুণ কর। এখন এই যোগফলে তোমার মৃত ভ্রাতাদের সংখ্যা যোগ করিয়া

যোগফল হইতে ১৫০ বাদ দাও ; তাহা হইলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহার সর্ব্ব দক্ষিণের অঙ্কটি তোমার মৃত ভ্রাতাদের সংখ্যা, মধ্যেরটি তোমার জীবিতা ভগ্নীগুলির ও বামদিকেরটি তোমার জীবিত ভ্রাতাদের সংখ্যা।

আর একটি—

৮কে বাদ দিয়া ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত এক সারিতে লিখ। যে অঙ্কটি অস্পষ্ট হইবে তাহাকে ৯ দিয়া গুণ করিয়া এই গুণফল দ্বারা অঙ্কের সারিটিকে গুণ কর। যে ফল পাওয়া যাইবে তাহা বড়ই আমোদজনক। নিম্নের উদাহরণে ৬ কে অস্পষ্ট ধরা হইল।

$$\begin{array}{r} ১২৩৪৫৬৭৯ \\ ৫৪ \\ \hline ৪৯৩৮২৭১৬ \\ ৬১৭২৮৩৯৫ \\ \hline ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ \end{array}$$

অঙ্কের সাহায্যে একটি তাসের খেলা—

১,—১৩১	১০,—১৩২	১৯,—১৩৩
২,—২৩১	১১,—২৩২	২০,—২৩৩
৩,—৩৩১	১২,—৩৩২	২১,—৩৩৩
৪,—১২১	১৩,—১২২	২২,—১২৩
৫,—২২১	১৪,—২২২	২৩,—২২৩
৬,—৩২১	১৫,—৩২২	২৪,—৩২৩
৭,—১১১	১৬,—১১২	২৫,—১১৩
৮,—২১১	১৭,—২১২	২৬,—২১৩
৯,—৩১১	১৮,—৩১২	২৭,—৩১৩

উপরের মত অঙ্ক কয়টি একখানি কাগজে লিখিয়া রাখো। তারপর ২৭ খানি তাস লইয়া দর্শকগণের কাহারো দ্বারা তোমার অজ্ঞাতে একখানি চিনাইয়া লও ও সকলগুলিকে এলোমেলো করিয়া ভাঁজিয়া ফেল। এখন ক্রমান্বয়ে একটার ডাহিনে আর একটা রাখিয়া তিন ভাগে তাসগুলি উপুড় করিয়া সাজাও। সাজাইবার সময় যিনি তাস চিনিয়াছেন তাঁহাকে দেখাইয়া কোন্ ভাগে চেনা তাস খানি আছে এবং উপর হইতে কত খানায় তিনি চেনা তাস খানি দেখিতে চাহেন তাহা জানিয়া লও। উপরের সজ্জিত অঙ্কগুলিতে তাঁহার প্রদত্ত অঙ্কটির ডাহিনে যে তিনটি অঙ্কের সংখ্যা আছে তাহার প্রথমে যদি এক থাকে তাহা হইলে যে ভাগে চেনা তাস খানি আছে সেটি উপরে, যদি ২ থাকে, মধ্যে এবং যদি ৩ থাকে নীচে, রাখিয়া সকল তাসগুলি একত্র কর। তাসগুলিকে আরো দুই বার উপরের নিয়মমত ভাগ করিতে হইবে ও যে ভাগে চেনা তাস খানি আছে সেটি উপরের সজ্জিত অঙ্কগুলি হইতে ডাহিনের যে সংখ্যাটি পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বারে তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে তাহার তৃতীয় অঙ্ক অনুসারে রাখিয়া তাসগুলিকে একত্র করিতে হইবে। এখন দর্শকের ইচ্ছামত ঠিক তত খানায় চেনা তাস খানি বাহির হইবে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরা গেল দর্শক বলিলেন, উপর হইতে বিংশ তাস খানি তাঁহার চেনা তাস হওয়া চাই। ২০র ডাহিনে ২৩৩ আছে। প্রথম বার তাসগুলি ভাগ করিয়া যে ভাগে চেনা তাস খানি আছে তাহা ২৩৩এর প্রথম অঙ্ক ২ অনুসারে মধ্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক অনুসারে তলে রাখিয়া তাসগুলি একত্র করা হইল। এখন ঠিক বিংশ স্থানে চেনা তাস খানি পাওয়া যাইবে। নানা বুজ্‌রুকী করিয়া এই বাজীটি দেখান যাইতে পারে। বাজীকরেরা দর্শকগণকে সজ্জিত অঙ্কগুলির কাগজ খানি দেখিতে দেয় না ও ভাগ করিবার সময় এক একটি ভাগ কোনো না কোনো দেবতার নাম করিয়া তাঁহার সম্মানার্থ করা হইল এইরূপ বলে। এইরূপে এই বাজীটির দ্বারাই সহজে আসর জম্‌কাইয়া লইয়া থাকে। ওপ্‌ন্ কোর্টের লেখক মহাশয় এই বাজীটির দ্বারা নানা প্রকারে অনেক দর্শক ভুলাইয়াছেন।

দুই একটা ঘর-পূরণ অনেকেই জানেন। ইহা দ্বারা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বুদ্ধির পরীক্ষা অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পঞ্জিকায় একটি ঘর-পূরণ আছে।

১	৮	৯	১৪
১১	১২	৩	৬
৭	২	১৫	৮
১৩	১০	৫	৪

ইহার অঙ্কের সারিগুলি যেদিক হইতেই যোগ দেওয়া যাউক না যোগফল সকল সময়েই ৩২ হইবে। এই ঘর-পূরণটির নাকি অনেকগুলি জাদু-গুণ আছে !

মুরদিগের নিকট ৭৮ একটি বহুগুণ-বিশিষ্ট সংখ্যা। নানাপ্রকারে ৭৮এর ঘর-পূরণ করা যায়। একটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪০	১০	২০	৮
৭	২১	৯	৪১
১২	৪২	৬	১৮
১৯	৫	৪৩	১১

ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজের কেয়াস্ (উচ্চারণ কীজ্) কলেজে বহুপুরাতন একটি ঘণ্টায় নিম্নলিখিত ঘর-পূরণদুটি ক্ষোদিত আছে।

(১)

৬	১৩	৮
১১	৯	৭
১০	৫	১২

(২)

৭	১৪	৯
১২	২০	৮
১১	৬	১৩

প্রথমটির অঙ্কের সারিগুলি যেদিক হইতেই যোগ করা যাউক না ২৭ হইবে ! দ্বিতীয়টিতে চারিদিকের সারিগুলিতে অঙ্কগুলির যোগফল ৩০ এবং মধ্যের সারিটিতে অঙ্কগুলির যোগফল ৪০।

অঙ্কের জাদু-বিদ্যার হাত হইতে ইতিহাসেরও নিস্তার নাই। ফ্রান্সের শেষ রাজা লুই ফিলিপ্ ও শেষ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান্, এই উভয়ের সম্বন্ধে গুটিকয়েক ঐতিহাসিক তারিখ অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। যে নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা এই,—

রাজার জন্মতারিখে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির তারিখ কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর জন্মতারিখ অথবা তাঁহার বিবাহের তারিখের অঙ্কগুলির যোগফল যোগ করিলে তাঁহার পতনের তারিখ পাওয়া যাইবে।

ফ্রান্সের শেষ রাজা লুই ফিলিপের জন্ম—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে
মেরি আমেলির সহিত তাঁহার বিবাহ ... ১৮০৯ "
তাঁহার রাজ্যলাভ ... ... ১৮৩০ "